দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
শুধু দেশ ও জনগণের স্বার্থে
ঢাকা মঙ্গলবার, ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬, ২৬ মে ২০০৯

উদার উৎপাদনমুখী ও যুক্তিসিদ্ধ স্বার্থপরতা উন্নয়নের চাবিকাঠি

ড. এম আজিজুর রহমান

মানুষ জন্মগতভাবে যুক্তিসিদ্ধ স্বার্থপর। কমবেশি প্রায় সব মানুষই স্বার্থপর। লোকটি স্বার্থপর শুনলেই আমরা চমকে উঠি বা তার কাছ থেকে ছিটকে পড়ার চেষ্টা করি। আমিও যে স্বার্থপর তা একটুও ভাবি না। মনে করি আমি ভাল আর ওই স্বার্থপর লোকটি খারাপ। স্বার্থপরতা মানেই খারাপ নয়। স্বার্থপরতার দুটো দিক আছে– ইতিবাচক ও নেতিবাচক। ইতিবাচক দিক হচ্ছে উদার, উৎপাদনমুখী ও যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রয়োজনীয় স্বার্থপরতা। নেতিবাচক দিক হচ্ছে অবাঞ্ছিত স্বার্থপরতা। ইতিবাচক বা যুক্তিসিদ্ধ স্বার্থপরতা হচ্ছে যুক্তিসঙ্গত বা যুক্তিসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় স্বার্থপরতা। ইতিবাচক স্বার্থপরতা যুক্তিশাসিত এবং যুক্তি বিচারে বাস্তবসম্মতভাবে মানব সমাজে মানুষের সার্বিক কল্যাণার্থেই সাগ্রহে গৃহীত। সুবুদ্ধি ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা সুবিবেচক হয়। তাদের কর্মকাণ্ডের কারণে ব্যক্তি, মানুষ, পরিবার, প্রতিবেশী, সমাজ এবং দেশ ও দশ উপকৃত হয়। এসব হল ইতিবাচক স্বার্থপরতা। নেতিবাচক স্বার্থপরতা যুক্তি সংক্রান্ত বা যুক্তিসিদ্ধ ও যুক্তিসঙ্গত নয়। নেতিবাচক স্বার্থপরতার ভেতরে কোন বিচারবুদ্ধির প্রতিফলন নেই। সুবুদ্ধি ও সুবিবেচনার অভাব, যা অযৌক্তিক বা বাস্তবসম্মত নয়। নেতিবাচক স্বার্থপরতা হচ্ছে অযৌক্তিকভাবে কারো স্থাবর, অস্থাবর, ধনসম্পদ, অর্থসম্পদ, চাকরি ও ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং সুনাম ও খ্যাতি হাতিয়ে নেয়ার প্রচেষ্টা বা অপচেষ্টা। নেতিবাচক স্বার্থপরতা সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড যুক্তিসঙ্গত বিচারে সামাজিকভাবে অনুমোদিত নয়– এগুলো সমাজ, শিক্ষা, ধর্ম ও মানবতাবিরুদ্ধ কর্মকাণ্ড।

আমরা যদি যুক্তিসঙ্গতভাবে এবং যুক্তিসিদ্ধ ও যুক্তিসংক্রান্ত এবং সুবিবেচক মনের মানুষ হই, আমরা অবশ্যই চাইব নিজের ভাল বুঝতে এবং স্ত্রী-পুত্র, ভাইবোন ও বাবা-মাসহ গোটা পরিবারের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের কথা ভাবতে। যুক্তিসঙ্গত স্বার্থপরতার কারণেই আমরা কঠোর পরিশ্রমী হয়ে থাকি। সমগ্র সমাজে কঠোর পরিশ্রমী হওয়ার একটি পরিবেশ গড়ে ওঠবে। উদার, উৎপাদনমুখী ও যুক্তিসিদ্ধ স্বার্থপরতার কারণে সুষ্ঠুভাবে আমরা জ্ঞান, বিদ্যাবুদ্ধি, কর্মদক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে ভালো চাকরি ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে সুনাম অর্জন করতে পারি। পরিণামে আমরা অভাব-অনটন দূর করে সুখেশান্তিতে বসবাস করে, সামাজিক খ্যাতি অর্জন করে এবং সামাজিক উচ্চ আসনে আসীন হয়ে উন্নতমানের জীবনযাপনসহ আবারও বলা যায় সুখী-সমৃদ্ধ জীবন অর্জন করতে পারি। এভাবে সুবিবেচক এবং যুক্তিবিচারে বাস্তবসম্মত কারণে ইতিবাচক স্বার্থপরতার দরুন ব্যক্তি, মানুষ ও পরিবার হিসেবে উপকৃত হব আমরা এবং উপকৃত হবে প্রতিবেশী দেশ ও দশ। আমরা সবাই মিলে আমাদের কঠোর পরিশ্রম, জ্ঞান ও বিদ্যাবুদ্ধির কারণে এবং উৎপাদনমুখী যুক্তিসিদ্ধ স্বার্থপরতার দরুন সমাজে অনেক বেশি দ্রব্যসামগ্রী এবং সেবামূলক কর্মকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট দ্রব্যাদির সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্পন্নভাবে উৎপাদন ও সরবরাহ এবং আয়, উন্নতি ও প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করতে পারব। একইভাবে উৎপাদিত সমগ্র দ্রব্যসামগ্রী এবং সেবামূলক কর্মকাণ্ডের চাহিদাসহ দেশের সামগ্রিক চাহিদা ও সরবরাহ বাড়বে। এভাবে যুক্তিসিদ্ধ স্বার্থপরতার দরুন একটি সমাজ সামাজিক উন্নয়নের প্রেক্ষিতে সুখী-সমৃদ্ধ হবে।

সংক্ষেপে যুক্তিসিদ্ধ স্বার্থপরতার দরুন আমরা অভাবমুক্ত সুখী সমাজ গঠন করতে পারি। এটাই হল বিদ্যা ও অর্থনীতির ভাষা, ধর্মের ভাষা, সমাজ ও মানবতার ভাষা এবং সামগ্রিকভাবে বাস্তবসম্মত উন্নয়নের ভাষা। যুক্তিসিদ্ধ বা ইতিবাচক স্বার্থপরতাকে বিদ্যাবুদ্ধি ও সুবিবেচনার সাথে কাজে লাগাতে পারার নামই হল সমাজকে এর সার্বিক উন্নয়নে একটি ফলপ্রসূ তাবিজ পরিয়ে দেয়া। তাই উদার, উৎপাদনমুখী ও যুক্তিসিদ্ধ স্বার্থপরতা হল উন্নয়নের লুকায়িত তাবিজ বা উন্নয়নের চাবিকাঠি।

ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি